দৈনিক বাংলা

ফিচার পাতা

25 MAR 1987

১লা এপ্রিল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। দেশের সর্ব বৃহৎ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যে একটি উন্মুক্ত দিবস হিসাবে দিনটি উদযাপিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত অঙ্গনে এদিন যেমন বর্তমানের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সমাবেশ ঘটবে, তেমনি অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীও স্মৃতি রোমন্থনের জন্যে ক্যাম্পাসে এসে উপস্থিত হবেন। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে হয়ত দেখা যাবে অনেক অভিভাবককেও। তারাও ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যারা নিজেরাও এক সময় একজন ছাত্র হয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়ে গেছেন।

পঞ্চমবারের মত এবার বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হতে যাচেছ। ১৯৮৩ সালের ৮ই জানুয়ারী প্রথম এ দিবস উদযাপিত হয়। এর পর ৮৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ৮৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী এবং ৮৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়েছিল।

এদিকে আগামী ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭ বছরে পা রাখবে। ১৯২১ সালের এই দিনে এদেশে উচ্চশিক্ষার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে উন্মুক্ত হয়। গত ৬৬ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি ভেতর-বাইরে কতখানি বদলেছে? এক কথায় এর উত্তর মিলবে না। গত কয়েক দশকে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে দালান-কোঠার। ক্যাম্পাসের বাশিন্দাদের মূল্যবোধেও পরিবর্তন এসেছে। মাত্র আটটি বিভাগ ও ৮৭৭ জন ছাত্র নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। উল্লিখিত ছাত্রদের মধ্যে আবার ৩০ জন একাধিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। তাতে শিক্ষক ছিলেন ৬০ জন। রমনা এলাকায় কয়েক শ' একর জমি এবং তাতে অবস্থিত তৎকালীন পুরনো সচিবালয় (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ), কার্জন হল, পুরনো হাইকোর্ট ভবন ও প্রায় একশ' বাংলো নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা গড়ে উঠেছিল।

বিগত দশকগুলোতে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত হয় নতুন কলা ভবন, সায়েন্স এনেক্স, প্রশাসনিক ভবন ও নতুন নতুন ছাত্রাবাস। ভেতর ও বাইরে থেকে বদলে যাওয়ার পর এখন এ প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজারে। শিক্ষক সংখ্যাও এক হাজারের বেশি। বিভাগের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে হয়েছে ৩৬টি। আবাসিক হল ১৩টি। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস আছে একটি। অন্য...

বিরাট এ প্রতিষ্ঠানটির অনেক বিষয় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের মানুষ যেমন অবহিত নন, তেমনি ক্যাম্পাসের অনেক বাশিন্দারও জানার বাইরে রয়েছে অনেক কিছুই। যেমন—প্রক্টরিয়াল বিধি। গত বছর ক্যাম্পাসে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার পর এ শব্দ দুটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মহলে বহুবার উচ্চারিত হয়। তবে মজার ব্যাপার হচেছ, বহুল আলোচিত এ প্রোক্টরিয়াল বিধি সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্র বা ছাত্রী প্রায় কিছুই জানেন না।

উপলক্ষে মাইকেরও ব্যবহার হয়।

তথ্য এ লেখায় উল্লেখ করা হল।

৫ টাকা থেকে ২০ টাকা জরিমানা এবং ৬ মাসের বহিষ্কারাদেশ

হলের আইন-শৃংখলা অমান্য করলে কিংবা অসদাচরণের দায়ে একজন প্রভোস্ট হলের ছাত্রের ওপর ২৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। যদি তিনি মনে করেন,ছাত্রটির অপরাধের জন্য ২৫ টাকা অর্থদন্ড যথেষ্ট নয় তবে তিনি ছাত্রটিকে আদেশের দিন থেকে শুরু করে অনূর্ধ্ব ছয় মাসর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন। এর পরেও যদি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসঃ অতীতের সময় আর প্রোক্টরিয়াল বিধি

খায়রুল আনোয়ার

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, প্রোক্টরিয়াল বিধি সম্পর্কে তাদের যে ধারণা তা হচেছ—এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিধি-বিধান। কোন ছাত্র বা ছাত্রী ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুনে পরিপন্থী কাজ করলে এ বিধি বলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু এ বিধিতে বর্ণিত অপরাধের সংজ্ঞা কি, কোন অপরাধের জন্যে কি শাস্তি—সে বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা অস্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়জন শিক্ষার্থী জানেন যে সাইকেল বা যানবাহন যথাস্থানে পার্কিং না করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ক্লাস চলাকালে প্রায়শ করিডোরে মিছিল-শ্লোগান হচেছ, সভা-সমাবেশ

প্রভোস্ট মনে করেন যে ছয় মাসের বহিষ্কারাদেশও শাস্তির জন্যে যথেষ্ট নয় তখন তিনি কেসটির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তা সরাসরি ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট পাঠাবেন।

একজন আবাসিক ছাত্র যদি নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গের জন্যে দোষী প্রমাণিত হন কিংবা তার আচরণ যদি সন্তোষজনক না হয় তবে হল প্রভোস্ট তার নিজের ক্ষমতা বলেই ছাত্রটিকে বহিষ্কার করতে পারেন। প্রভোস্ট কর্তৃক গৃহীত শৃংখলামূলক ব্যবস্থাসমূহ ভাইস চ্যান্সেলরকে জানাতে হবে।

হাউস টিউটরগণ আইন-শৃংখলা ভঙ্গ এবং অসদাচরণের জন্যে একজন ছাত্রের ওপর অনধিক পাঁচ টাকা জরিমানা ধার্য

শিক্ষকগণ তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানকে জানাবেন। বিভাগীয় প্রধান তা সংশ্লিষ্ট হল প্রভোস্টকে জানাবেন।

কোন শিক্ষক যদি একজন বা একাধিক ছাত্রের আচরণকে মারাত্মক অসদাচরণ বলে মনে করেন তখন তিনি আরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ভিসির নিকট সুপারিশ করতে পারবেন। ভিসি তার নিজের ইচছা অনুযায়ী ছাত্রটিকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন কিংবা তিনি যা প্রযোজ্য মনে করেন তাই দন্ড দিতে পারেন।

প্রোক্টরের জরিমানার হার

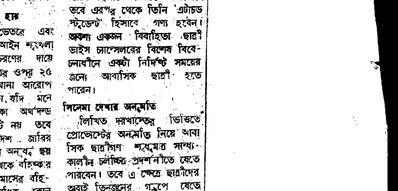

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এবং হলসমূহের বাইরে আইন শৃংখলা ভঙ্গ কিংবা অসদাচরণের দায়ে প্রোক্টর একজন ছাত্রের ওপর ২৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন যে ২৫ টাকা অর্থদন্ড শাস্তির জন্যে যথেষ্ট নয় তবে তিনি ছাত্রটিকে আদেশ জারির দিন থেকে শুরু করে অনূর্ধ্ব ছয় মাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করতে পারেন। ছয় মাসের বহিষ্কারাদেশের চেয়ে অধিক কোন শাস্তির প্রয়োজন মনে করলে তিনি ভিসির কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বিষয়টি পাঠাবেন। কোন ছাত্রের ওপর জরিমানা আরোপিত হলে প্রোক্টরকে তা সংশ্লিষ্ট হলের প্রোভোস্টকে জানাতে হবে।

সহকারী প্রোক্টরগণ আইন-শৃংখলা ভঙ্গ এবং অসদাচরণের দায়ে একজন ছাত্রের ওপর অনূর্ধ্ব পাঁচ টাকা জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। তবে তা প্রোক্টর এবং সংশ্লিষ্ট হলের প্রোভোস্টকে জানাতে হবে। প্রোক্টর ও প্রোভোস্ট বিষয়টি ভাইস-চ্যান্সেরকে জানাবেন।

অনুমোদিত ইউনিয়ন কিংবা সমিতি ছাড়া ছাত্রদের কোন ক্লাব ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। প্রোক্টরের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কোন অনুষ্ঠান কিংবা আপ্যায়ন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোন ছাত্র মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট কিংবা মাইক ব্যবহার করতে পারবে না।

নিম্নোক্ত নিয়মসমূহের লংঘনই শৃংখলাভঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে : বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ বা বাগানের ইচছাকৃত ক্ষতিসাধন বা বিকৃত কিংবা ধ্বংস করা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে চলাফেরায় সংযত না হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচছন্ন না রাখলে। সাইকেল বা যানসমূহ যথাস্থানে পার্কিং না করলে প্রোক্টর সংশ্লিষ্ট ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক এবং কর্মকর্তার প্রোক্টরিয়াল ক্ষমতা থাকবে, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম শৃংখলা রক্ষার্থে

আবাসিক হলের ভবনে রক্ষিত গেট বুকে হাউস টিউটরের তত্ত্বাবধানে গেট বন্ধের পর বিলম্বে আগত ছাত্রদের আগমনের সময় লিখে রাখা হবে।

বিবাহিতা ছাত্রিগণ মহিলা হলে থাকতে পারবেন না

বিবাহিতা ছাত্রীগণ মহিলা হলের আবাসিক ছাত্রী হওয়ার অনুমতি পাবেন না। যদি কোন আবাসিক ছাত্রী বিয়ে করেন তবে তিনি প্রোভোস্টের অনুমতিক্রমে পরীক্ষা কিংবা তার সেশন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আবাসিক ছাত্রী হিসাবে থাকতে পারবেন। তবে এরপর থেকে তিনি 'এটাচড স্টুডেন্ট' হিসাবে গণ্য হবেন। অবশ্য একজন বিবাহিতা ছাত্রী ভাইস চ্যান্সেলরের বিশেষ বিবেচনাধীনে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আবাসিক ছাত্রী হতে পারেন।

সিনেমা দেখার অনুমতি

লিখিত দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রোভোস্টের অনুমতি নিয়ে আবাসিক ছাত্রীগণ শুধুমাত্র সান্ধ্যকালীন চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে যেতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অবশ্যই তিনজনের গ্রুপে যেতে হবে।

ছাত্রীগণ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকের কাছ থেকেই সচরাচর চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবেন। বাইরে কোন প্রকার বিশেষ চিকিৎসার জন্যে আবাসিক ছাত্রীদেরকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল অফিসারের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।

একশ' টাকা জরিমানা ও ভিসির ক্ষমতা

ভাইস চ্যান্সেলর যদি মনে করেন, শৃংখলা ভঙ্গ এবং অসদাচরণের দায়ে একজন ছাত্রকে এক বছরের বেশি সময়ের জন্যে বিশ্ববিদ্যায় থেকে বহিষ্কার করা দরকার, তবে তিনি বিষয়টি ডিসিপ্লিন বোর্ডের কাছে পাঠাবেন। বোর্ডের সুপারিশ সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করবেন। সিন্ডিকেট এ সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে কিংবা পুনর্বিবেচনার জন্যে পুনরায় তা বোর্ডের কাছে ফেরত পাঠাতে পারে। এ ব্যাপারে সিন্ডিকেট প্রয়োজন মনে করলে ডিসিপ্লিনারী বোর্ডকে কোন পরামর্শও দিতে পারে। সিন্ডিকেটের পরামর্শের আলোকে বোর্ড কর্তৃক পুনর্বিবেচনার পর গৃহীত সুপারিশ ভাইস চ্যান্সেলর আবার সিন্ডিকেটের সামনে উপস্থাপিত করবেন। সিন্ডিকেট একারে সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে অথবা এ ব্যাপারে প্রয়োজন মনে করলে অন্য কোন আদেশও পাস করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃংখলা ভঙ্গ কিংবা অসদাচরণের জন্যে ভাইস-চ্যান্সেলর সংশ্লিষ্ট বা অভিযুক্ত ছাত্রের ওপর একশ' টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারেন। এরূপ জরিমানা শাস্তির জন্যে যথেষ্ট মনে না করলে তিনি ছাত্রটিকে এক বছরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন। ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক এক বছরকালের জন্যে জারিকৃত বহিষ্কারাদেশ আদেশ জারির দিন থেকে গণনা করা হবে যা সংশ্লিষ্ট ছাত্রের জন্যে একাধিক শিক্ষাবর্ষের ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

উল্লিখিত ধারাসমূহ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশনস এবং প্রোক্টরিয়াল আইনে আরও বহু ধারা ও উপধারা রয়েছে। এসব ধারা, উপধারা অনুযায়ী প্রোক্টর, প্রোভোস্ট, শিক্ষক ও অফিসারগণ যে কোন পর্যায়ে কোন ছাত্রছাত্রীর অশোভন, বিশৃংখলামূলক বা সন্ত্রাসী আচরণের জন্যে অর্থদন্ডসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এ ধরনের গৃহীত সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রোক্টরের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

জরুরী অবস্থায় প্রোক্টর কিংবা যে কোন সহকারী প্রোক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে অথবা বাইরে তার দায়িত্ব পালনকালে সবসময় যে কোন কর্মচারীর সাহায্য নিতে পারবেন প্রোক্টরকে প্রয়োজনীয় যে কোন ধরনের সহযোগিতা করা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হবে।

রাত দশটার আগে হল ত্যাগ করা যাবে না

আবাসিক ছাত্ররা নবেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত রাত নয়টা এবং বছরের অন্যান্য দিনে রাত দশটার পূর্বে অবশ্যই তাদের স্ব স্ব হলে ফিরে আস-...

যে আইন উঠে গেছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এ আইনটি জারি ছিল। আইনটি হচেছ, এ সময় ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা করতে দেয়া হত না। যদি কোন ছাত্র বা অন্য কেউ কোন ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে চাইতেন তবে তাকে প্রোক্টরের অনুমতি গ্রহণ করতে হত। আর তাদেরকে কথাবার্তা বলতে হত প্রোক্টরের রুমে বসেই। এ নিয়ম ৫২ সাল পর্যন্ত জারি ছিল। এরপর ছাত্রীদের স্বাধীনতা দেয়া হয়। তারা ...